

মেডিকেল কলেজের দেড় হাজার কর্মকর্তা কর্মচারী ৭ মাস বেতনভাতা পাচ্ছে না

সৈয়দ নুর রহমান, কুমিল্লা থেকে : কুমিল্লা, বুলনা, বগড়া, দিনাজপুর ও ফরিদপুর দেশের এই ৫টি মেডিকেল কলেজের প্রায় দেড় হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী গত ৭ মাস ধরে বেতনভাতা না পেয়ে মানবতের জীবনযাপন করছে। বেতনভাতা প্রদানসহ ৩ দফা দাবিতে ৫টি মেডিকেল কলেজে গত ২০ এপ্রিল থেকে অর্ধদিবস কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

১৯৭৮-৭৯ সালে দেশে ৮টি পুরোনো মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি নতুন আরো ৫টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে ৫টি মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তীসময়ে ১৯৯১-৯২ সালে পুনরায় ৫টি মেডিকেল কলেজ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং বুলনা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এ সময় ৫ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্পের অধীনে কুমিল্লা, বুলনা, ফরিদপুর, শরীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগড়া এবং দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ১৩৯ জন এবং বুলনা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে ৩৩ কর্মকর্তাসহ মোট ১ হাজার ৪২৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। মেডিকেল কলেজগুলোতে ১১৭ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার মধ্যে ১০৯ জন শিক্ষক, ৮ জন কর্মকর্তা এবং ৪৩ জন তৃতীয়, ১১৮ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে। ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পের প্রথম ধাপ ১৯৯৬ সালে শেষ হয় এবং প্রকল্প মেয়াদ ২০০০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

২০০০ সালের মেয়াদ পূর্তির পর দেশের ৫টি মেডিকেল কলেজ ও বুলনা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০০২ সালের ১৭ অক্টোবর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এই ৫টি মেডিকেল কলেজ ও বুলনা নার্সিং সেন্টারের মোট ১ হাজার ৪২৮টি পদের মধ্যে ১ হাজার ১১০টি পদ অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে নেওয়ার সুপারিশ করা হয়। চলতি বছর ৭ ফেব্রুয়ারি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় ইতিপূর্বে সুপারিশকৃত ১ হাজার ১১০টি পদের সঙ্গে আরো ৫৬টি পদ অস্থায়ীভিত্তিতে রাজস্ব খাতে নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

ফলে প্রকল্পের অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত ২৬২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই ২৬২ জনের মধ্যে ১৫টি ১ম শ্রেণী, ১৫টি ৩য় শ্রেণী এবং ২৩০টি ৪র্থ

শ্রেণীর কর্মচারী এবং বুলনা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের ২টি পদ রয়েছে। কলেজওয়ারি ৩ জন ১ম শ্রেণীর, ৩ জন তৃতীয় শ্রেণীর এবং ৪৬ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরিচ্যুতির মুখে পড়েছেন। এ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ৮/১০ বছর চাকরি করার পর রাজস্ব খাতে যাওয়ার মুহূর্তে চাকরিচ্যুতির আওতে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সুপারিশ করেছে। এতে দরিদ্র কর্মচারীরা পেনশন, গ্র্যাটুইটি, বোনাস, টাইম স্কেল, ইনক্রিমেন্টসহ সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এদিকে ৫টি মেডিকেল কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় তাদের বেতনভাতার জন্য খোক বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু এই খোক বরাদ্দ এখনো মধুর না হওয়ায় ২০০২ সালের অক্টোবর মাস থেকে গত ৭ মাস যাবৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতনভাতা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবতের জীবনযাপন করছেন।

এ নিয়ে দেশের ৫টি মেডিকেল কলেজের কর্মচারীরা আন্দোলন করছে ও দফা দাবি আদায়ের জন্য। দাবিগুলো হচ্ছে ৫টি মেডিকেল কলেজের সকল পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দৈনিক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ সিদ্ধান্ত খারিজ এবং ৭ মাসের বকেয়া বেতনভাতা ও ২টি স্টপ উৎসব বোনাস প্রদান। এই ৩ দফা দাবি আদায়ে কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে দেশের ৫টি মেডিকেল কলেজে গত ২০ এপ্রিল থেকে সকাল ৮টা-১২টা কর্মবিরতি পালন করা হচ্ছে। এর পূর্বে গত ৭ এপ্রিল বাছ্যমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ এবং ৯ এপ্রিল কলেজ ক্যাম্পাসে বিকোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ এপ্রিল জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

এদিকে গত ২২ এপ্রিল মঙ্গলবার কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের কর্মচারীরা কুমিল্লা প্রেসক্লাবে ৩ দফা দাবিতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে বক্তব্য রাখেন কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আনোয়ারুল আজীম, যুগ্ম আহ্বায়ক হাকিম-উর-রশিদ, সদস্য সচিব মোঃ নূরুল আমিন, জ্যিকির হোসেন, পচ্চিকুর রহমান, মোসলেম পাটোয়ারী প্রমুখ। বুলনা মেডিকেল কলেজের কর্মচারীরাও সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কলেজ গেটে অবস্থান দর্শক এবং সমাবেশ করে। কর্মচারী ভগ্নায়ু সমিতির সভাপতি আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নূর আলম, হাবিবুর রহমান, শরীফুল ইসলাম, জাফর ইকবাল, আ. রাক্কাক খোন্দা প্রমুখ।